BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph. D DEGREE

TITLE

বাংলা কথাসাহিত্যে সোহারাব হোসেন: স্বতন্ত্র জগতের সন্ধান

(BANGLA KATHASAHITYE SOHARAB HOSSAIN: SWATANTRA JAGATER SANDHAN)

RESEARCH SCHOLAR

DIPANKAR AROSH

Assistant Professor, Department of Bengali

BIDHAN CHANDRA COLLEGE, ASANSOL- 713304(W.B)

SUPERVISOR

Dr. JAYGOPAL MANDAL

Assistant Professor, Department of Bengali

গবেষণার বিষয় (ObJective of Research**):**

বাংলা কথাসাহিত্যে সোহারাব হোসেন: স্বতন্ত্র জগতের সন্ধান

(BANGLA KATHASAHITYE SOHARAB HOSSAIN: SWATANTRA JAGATER SANDHAN)

গবেষকের নাম (Name of the Research Scholar)**: DIPANKAR AROSH**

Signature of the SUPERVISOR

Signature of the RESEARCH SCHOLAR

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Summary of Research Work)

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (**Research Methodology**)

'Research Methodology: Analytical and Descriptive Research'

Tools:

1) Data Collection and Analysis
2) Collection from Library
3) Purchased Books
4) Interview with Contemporary Writers
5) Use of Internet through Computer/Smart Phone and MS Word

গবেষণার বিষয় (**ObJective of Research**):

বাংলা কথাসাহিত্যে সোহারাব হোসেন: স্বতন্ত্র জগতের সন্ধান **(BANGLA KATHASAHITYE SOHARAB HOSSAIN: SWATANTRA JAGATER SANDHAN)**

অনুমান **(Hypothesis):** বিশ শতকের আশির দশক পরবর্তী অস্থির সময়ে বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক ও কবি সোহারাব হোসেনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

তাৎপর্য **(Significant):** সমাজ ও সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির প্রেক্ষিতে সোহারাবের সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ণ বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সূচিপত্র **(Content):**

- ভূমিকা (Introduction):
- প্রথম অধ্যায় (First Chapter): জীবনযুদ্ধের আঁকাবাঁকা পথ ও সাহিত্যসৃজন
- দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter): সমসাময়িক কথাসাহিত্যের ধারায় সোহারাবের স্বাতন্ত্র্য
- তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter): দেশ-কাল-সমাজ ও কবি সোহারাব
- চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter): সোহারাবের কথাসাহিত্যে সময়ের প্রতিচ্ছবি
- পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter): আত্মানুভবে নিজস্ব সমাজ
- ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter): সোহারাব হোসেনের সৃজনশৈলী
- উপসংহার (Conclusion):

তথ্যসূত্র **(Reference):**

গ্রন্থপঞ্জী **(Bibliography):**

ক) আকর গ্রন্থ (Primary Source)

খ) সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Source)

গ) পত্রপত্রিকা (Journals)

মুখবন্ধ (PREFACE)

সোহারাব হোসেনের জীবৎকাল খুব বেশি নয়, মাত্র বাহান্ন বছর— ১৯৬৬-২০১৮। তার মধ্যে নিরলস পরিশ্রমের গুণে অন্যান্য সাহিত্য কর্ম বাদ দিয়েও ছোট-বড় বারোটি উপন্যাস ও অসংখ্য ছোটগল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। আর তার মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছি স্বতন্ত্র একটি কণ্ঠস্বর। বুঝে নিয়েছি আমাদের অভ্যস্ত মানসিকতাকে জাদুবাস্তবতায় তিনি যেন অন্য এক মায়ার জগতে নিয়ে যেতে চান। যেখানে মূল আখ্যানের সঙ্গে লেখক সংযুক্ত করে দেন মিথ-উপকথা-রূপকথাকে, যা প্রতীক-ব্যঞ্জনার অসাধারণত্ব লাভ করে। আবার তাঁর গদ্যের দেবতা অনেক সময়ই কাব্যের দেবীর মোহময় স্পর্শে রূপ বদলে নেয়। এসবেরই মাঝে চলে আসে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত গ্রামীণ মানুষের সংগ্রাম করে টিকে থাকা জীবন। চলে আসে ভোগবাদী দুনিয়ার লেলিহান শিখা, বহুগামী প্রবৃত্তির ভাঙনরূপ— একগামিতা বহুগামিতার দ্বন্দ্ব। বাউল দর্শন সেখানেই যেন তার ভিত্তিভূমি খুঁজে নেয়। সব মিলিয়ে সোহারাব হোসেনের কথাসাহিত্য স্বতন্ত্র একটি জগত। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী মুসলমান এবং অন্যান্য কথাকারদের সঙ্গে তাঁকে অনেক সময়ই ধারাপাতের নামতার মতো মিলিয়ে নেওয়া যায় না—নতুনভাবে বিচারের প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়।

সূচিপত্র (CONTENT)

- ভূমিকা
- প্রথম অধ্যায়— জীবনযুদ্ধের আঁকাবাঁকা পথ ও সাহিত্যসৃজন
- দ্বিতীয় অধ্যায়— সমসাময়িক কথাসাহিত্যের ধারায় সোহারাবের স্বাতন্ত্র্য
- তৃতীয় অধ্যায়— দেশ-কাল-সমাজ ও কবি সোহারাব
- চতুর্থ অধ্যায়— সোহারাবের কথাসাহিত্যে সময়ের প্রতিচ্ছবি
- পঞ্চম অধ্যায়— আত্মানুভবে নিজস্ব সমাজ
- ষষ্ঠ অধ্যায়-- সোহারাব হোসেনের সৃজনশৈলী:
  - ক) যৌনমনস্তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা
  - খ) বাউলদর্শন
  - গ) মিথের প্রায়োগিক রূপ
  - ঘ) প্রেক্ষাপট নির্মাণে লোকসংস্কৃতি
  - ঙ) ভাষাবয়নের কারুকৃতি
- উপসংহার।

ভূমিকা (INTRODUCTION)

দুই শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে কবিতার হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ সোহরাব হোসেনের। তারপর পূর্ববর্তী শতকের শেষ দশক ও বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশক জুড়ে কথাসাহিত্যের ভূমিতে বিচরণ ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াস। যে সচেতন প্রয়াসের কথা তিনি নিজেই বারংবার উল্লেখ করেছেন। যেমন—“... কঠিন হলেও প্রত্যেক সিরিয়াস লেখকের প্রয়াস থাকে নিজস্ব ঘরানা তৈরির। সেই প্রয়াস আমি করি... এ কাজে আমার সচেতন কিছু প্রচেষ্টার উল্লেখ মাত্র আমি করতে পারি। যেমন, গল্পের বিষয়-ভাবে-আঙ্গিকে রূপকথা ইমেজ আনা... দ্বিতীয়ত বিষয় ও চরিত্র হিসেবে এমন কিছু ঘটনা ও মানুষকে এঁকেছি যাদের পূর্বসূরী মেলা ভার... আমার গল্পের বয়নরীতিকেও স্বতন্ত্র করার প্রয়াস থাকে আমার।”[১] শুধু ছোটগল্প নয়, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি একই।

স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় কতটা সফল হয়েছেন কথাশিল্পী সোহারাব হোসেন? মুসলমান কথাকারের ধারাতেই বা তিনি কতটা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য—জিজ্ঞাসু মন তার সদুত্তর চায়। সেই উত্তর খুঁজতেই ফিরে দেখা সোহারাব হোসেনের কথাসাহিত্যের ভুবনটিকে। আর তাতে উঠে আসে বেশ কয়েকটি বিষয়—

স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে ভারতে যে সকল বাঙালি মুসলমান কথাসাহিত্যিককে আমরা পেয়েছি, তাঁদের লেখনীতে একটা বড় প্রাপ্তি হল— অচেনা-অজানা মুসলমান সমাজ ও সেই সমাজের মানুষের কথা। সোহারাবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। তবু পরিবর্তিত যুগপটে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে যা পূর্ববর্তী কিংবা সমসাময়িক মুসলমান লেখকদের রচনায় মেলে না। অন্যান্য মুসলমান লেখকেরা যে কেবল মুসলমান সমাজ ও সেই জনমানসের কথাই বলেছেন বৈচিত্র্যহীনভাবে সে কথা বলতে চাইছি না। সেখানে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু সে সবের বাইরে গিয়েই সোহারাব তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিশেষত যে সময়কালে সোহারাবের আত্মপ্রকাশ সেই সময় ছিল নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও অনেকক্ষেত্রেই মানুষ বসবাসের স্থির জমি পায়নি। রাজনৈতিক চক্রান্ত, ভোগবাদের বিষাক্ত নখ-দন্ত, ব্যক্তি স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ, বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, আধুনিকতার স্পর্শে নারীপুরুষের জীবনের জটিলতা ইত্যাদিকে দেহে ধারণ করেই সময় এগিয়ে চলেছিল। একজন কথাসাহিত্যিক পারেন না এমন একটি বিক্ষুব্ধ সময়কে অস্বীকার করে ইতিহাস ভূগোলে আশ্রয় নিতে। সমকালকে রূপ দেওয়া এবং পাশাপাশি শুভমূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো একজন সৎ সাহিত্যিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সোহারাবের লেখনীতে সেই গুণের প্রকাশ ঘটেছে বলে

প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে। আর এই গুণের সুস্পষ্টতায় অন্যান্য মুসলমান লেখকের থেকে তিনি কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার।

এছাড়াও কথাসাহিত্যের ধারায় সোহারাবের মধ্যে কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি সমকালের প্রেক্ষাপটে নরনারীর যৌনসম্পর্ক ও তার মনস্তত্ত্বকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে উপনীত করেছেন। প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করেছেন বাউল দর্শনকে। মূল বিষয়ের উপস্থাপনায় প্রতীক-ব্যঞ্জনায় প্রয়োগ করেছেন মিথ-উপকথা-রূপকথাকে। প্রেক্ষাপট নির্মাণে গ্রহণ করেছেন লোকজ উপাদান। আবার গল্প-উপন্যাসের ভাষাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন কাব্যভাষার কাছাকাছি।

স্বভাবতই সোহারাব হোসেনের কথাসাহিত্যের জগৎ কতটা ব্যতিক্রমী হয়ে উঠতে পেরেছে, মুসলমান রচিত কথাসাহিত্যের ধারায় তাঁর রচনা কতটা স্বতন্ত্র-- বিস্তৃত পরিসরে সেই আলোচনার অবকাশ রয়েছে। যথার্থ যুক্তিসাপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আশাকরি সেই সমস্যার সমাধান মিলবে।

প্রথম অধ্যায়

জীবনের আঁকাবাঁকা পথ ও সাহিত্যসৃজন

১৯৬৬ সালের ২৫শে নভেম্বর উত্তর ২৪পরগনার বসিরহাট মহকুমার নদীয়া (মামার বাড়ি) গ্রামে জীবনযুদ্ধের শুরু এবং ২০১৮ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখে শেষ। প্রিয়জন ও পাঠকবর্গকে শোকস্তব্ধ করে সোহারাব চলে গেলেন অন্য লোকে। রেখে গেলেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরকে, সংগ্রামী ব্যক্তিজীবনকে। তাঁর ব্যক্তিজীবনও যেন সাহিত্য আখ্যানের মতো অন্তর্লোক ছুঁয়ে যায়। ফলের আড়তের সামান্য মুহুরির সন্তান কীভাবে দারিদ্র্যকে জয় করে ধীরে ধীরে কর্মজীবনে ও শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করল এবং বিধাতার নির্দয় আঘাতে অকালে ঝরে পড়ল সেই কাহিনি অন্তরকে ব্যথিত করে। একজন শিল্পীকে জানতে সেই মর্মস্পর্শী জীবনের পরিচয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যক্তিজীবনের পট থেকেই সৃষ্টি তার জয়বার্তা ঘোষণা করে। আমাদের তাই কথাসাহিত্যে সোহারাব হোসেনের স্বতন্ত্র জগৎ সন্ধানের পাশাপাশি ছাত্রদরদী, সুভদ্র লেখকের ব্যক্তিজীবনটির সন্ধানেও প্রবৃত্ত হতে হয়। আপাতত এক নজরে তাঁর সাহিত্যসম্ভারটি উল্লেখ করা যেতে পারে, যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

সোহারাব হোসেনের উপন্যাসগুলি— ছায়ামানুষ (১৯৯৮), মহারণ (২০০৩), সরম আলির ভুবন (২০০৪), মাঠ জাদু জানে (২০০৪), সহবাস পরবাস (২০০৭), রাজার অসুখ (২০০৮), বদলি বসত (২০০৯), সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি (২০০৯), দহনবেলা (২০১০), গাঙ বাঘিনি (২০১১), দ্বিতীয় দ্রৌপদী (২০১২), সঙ্গ বিসঙ্গ (দুই খন্ড- ২০১৩, ২০১৫), আরশি মানুষ (২০১৫)।

প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ—দোজখের ফেরেস্তা (১৯৯৬), বায়ুতরঙ্গের বাজনা (২০০২), আয়নাযুদ্ধ (২০০৫), সাহিত্যের সেরা গল্প (২০০৭), বোবাযুদ্ধ (২০০৮), আমার সময় আমার গল্প (২০০৮), সুখ সন্ধানে যাও (২০০৯), শ্রেষ্ঠ গল্প (২০১০), নির্বাচিত গল্প (২০১১), ভেজা তুলোর নৌকা (২০১৭)।

কবিতা গ্রন্থ মাত্র দু'টি— রক্তদেহে অন্যস্বর (১৯৮৭) ও বৃষ্টির নামতা (১৯৮৮)। এই দু'টি গ্রন্থ ও বেশ কিছু অগ্রন্থিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত 'সোহারাব হোসেন: কবিতা সংগ্রহ' (২০১৩)। এছাড়া সোহারাব হোসেনের শিশু-কিশোর সাহিত্য ও প্রবন্ধ গ্রন্থেরও দু'টি জগৎ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমসাময়িক কথাসাহিত্যের ধারায় সোহারাবের স্বাতন্ত্র্য

মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'কে যদি মুসলমান লেখক রচিত প্রথম উপন্যাস ধরা হয় তাহলে ১৮৮৫ সাল থেকে মুসলমান রচিত কথাসাহিত্যের যাত্রা শুরু। ১৮৮৫ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু খ্যাত অখ্যাত বাঙালি মুসলমান কথাকারকে আমরা পেয়েছি। স্বাধীনতা পূর্বে অখন্ড ভারতে পেয়েছি মীর মশাররফ হোসেন, আর্চ্চমন্দ আলী, জানে আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, গোলাম মোস্তাফা, সিদ্দিকি হোসেন, শাহাদাৎ হোসেন, মণির হোসেন, আব্দুল মালেক চৌধুরী, মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ মুসলমান লেখককে। স্বাধীনতার পরের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত যে সকল কথাকারকে আমরা পেয়েছি তাঁরা হলেন—হুমায়ুন কবির, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার, কামাল হোসেন, আফসার আমেদ ও সোহারাব হোসেন।

স্বাধীনতাপূর্ব কালের কথাকাররা কখনও বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইতিহাস, কখনও নিজস্ব সমাজ, কখনো লোককথা। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় কোনো কোনো মুসলমান কথাকার

উল্টো চিত্র স্থাপনেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। মতিয়র রহমানের ‘যমুনা’ সৈয়দ ইসমাইল হোসেনের ‘তারা বাঈ’, মোহাম্মদ হকের ‘দরাফ খাঁ গাজী’ প্রভৃতি রচনা তার দৃষ্টান্ত।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মুসলমান লেখকদের গল্প-উপন্যাসে আলোকপাত করলে সেখানেও বিষয়-বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। নিজস্ব সমাজের কথা ছাড়াও রাজনীতি, রহস্য রোমাঞ্চ, প্রেম ইত্যাদি তাঁদের উপন্যাসে বিষয়ীকৃত হয়েছে। সেখানে পেয়েছি ‘শবনমে’র মতো বিখ্যাত প্রেমের উপন্যাস, ‘অলীক মানুষে’র চমক, পেয়েছি ‘খন্ড বিখন্ডে’র মতো ভিন্ন স্বাদের আখ্যান।

বোঝা যায়, পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক মুসলমান কথাকাররা সোহারাবের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পথে সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রাখেননি। বন্ধুর পথ অতিক্রম করেই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে হয়েছে। সেই পথে তিনি সমকালকে যেভাবে বাস্তবতা দিয়েছেন তা অন্যান্য মুসলমান লেখকদের রচনায় দুর্লভ। তাঁদের রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে সময়ের ছবি যে ফোটেনি তা নয়, ফুটেছে। কিন্তু সেই ছবি সোহারাবে অনেক উজ্জ্বল। এছাড়া যৌন মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মিথ ব্যবহারের দক্ষতা, লোকসংস্কৃতির ব্যবহার, ভাষাব্যবহারের নিজস্ব ঘরানা ইত্যাদির গুণে সোহারাব মুসলমান কথাকারের ধারায় স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

শুধু তাই নয়, অনেকেই সোহারাবের এই স্বাতন্ত্র্যকে বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন ‘সাহিত্য অঙ্গন’ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য—“গ্রামজীবনের কথা, মাটির সংলগ্ন জীবনের টানাপোড়েন, চেনা জগতের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে নিয়ে মনের মাধুরীতে সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব জীবনদর্শন। তাঁর গল্পের ভাষা, বয়ন, সংলাপ ও সহজ বাচনিক উপস্থাপনা বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য। তাঁর গ্রাম-- বসিরহাটের মাটিয়ার কথা ও সংলগ্ন অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ, তাদের সাধারণ ইতিকথার মধ্যে আশ্চর্য কাহিনীর ম্যাজিক শিল্পরূপ তাঁকে অসাধারণ স্রষ্টার আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তিনি গল্প-উপন্যাসে যেন বাস্তবের রূপকথা রচনা করেছেন। সাধারণ গ্রামীণ বাঙালীর নিস্পন্দ জীবনের স্বপ্ন, তার স্বপ্নভাঙা—তাদের রাজনৈতিক ও সমাজজীবনের আলো-আঁধারী পরিস্থিতির সঙ্গে অবিরাম লড়াই, কখনো রূপকথার অলীক কল্পনার আলোকে, কখনো ভোগবাদী প্রতীকে বাস্তবসম্মত ছবি চিত্রিত হয়েছে তাঁর শিল্পে। তিনি একদিকে জীবনের ভয়াবহতা, কখনো স্বপ্নের ডালিতে সাজিয়েছেন, রচনা করেছেন ব্যতিক্রমী ধারা।”[২]

তৃতীয় অধ্যায়

দেশ-কাল-সমাজ ও কবি সোহারাব

যে কোনো কবি সাহিত্যিককে বুঝতে হলে, চিনতে চাইলে বা তাঁর পর্যালোচনার উৎসাহ থাকলে সেই সময়কে প্রাথমিকভাবে জেনে নিতে হয়। নতুবা তাঁকে কেন্দ্র করে যে বিচার তা হয়ে পড়ে খন্ডিত। তাই সোহারাব হোসেনের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র জগৎ অন্বেষণের পূর্বে সমকাল বিচার জরুরি। সোহারাবের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'রক্তদেহে অন্যস্বর' প্রকাশ পায় ১৯৮৭ সালে। ১৯৮৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর তিনি 'গাঙ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে অন্যলোকে বসত বদলের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ, আটের দশক থেকে একবিংশ শতকের দু-এর দশক তাঁর সমকাল।

সত্যি কথা বলতে কি যুদ্ধোত্তর পৃথিবী ছিল বড় অশান্ত পৃথিবী। কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বজুড়েই নিত্য ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সময় অগ্রসর হয়েছে। সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ যে, "বর্তমানে দশ বছরে যে-সব পরিবর্তন আসে পূর্বে হাজার বছরেও তা সম্ভব হয়নি। বর্তমান যুগের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদিকে পরিবর্তনের গতিবেগ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে এবং বাড়ছে। অন্যদিকে আজ এ পরিবর্তন কোনো বিশেষ দেশকালে সীমিত নয়। আজ প্রত্যেক পরিবর্তনের ফল পৃথিবীব্যাপী।"[৩]

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বপটে আমরা দেখেছি লাল-কালো মিশ্রণে দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, ছিন্নমূলের যন্ত্রণা, খাদ্যসংকট ও আন্দোলন, ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব ও ২১ মাসের জরুরী অবস্থার মতো অস্থির সময়। দেখেছি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের বিনষ্টিকে, পরিবারের ভাঙনকে, গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাট কালচারকে এবং নারীকে কেন্দ্র করে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে। আমাদের দৃষ্টি হতে এড়িয়ে যায়নি অপরাধীদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রশ্রয় ও উদাসীনতা। অস্থির সময়ের হাত ধরে আটের দশক ও তার পরবর্তী যে সময়ে আমরা উপস্থিত হই সেই সময়ও যে আমাদের মনে শান্তি ও স্বস্তি এনে দেয় এমনটা নয়। চিরকাল একশ্রেণির মানুষ থাকে যারা সুবিধাভোগী রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত। এরাই সুখে থাকে, স্থির নীড় পায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ, গ্রামীণ মানুষ রাজনীতি ও অর্থনীতির শিকার হয়— বিশ্বায়নের কুফল ভোগ করে। মেরুকরণের রাজনীতি তাদের জীবনে অস্থিরতা আনে— তৈরি হয় মাওবাদী সমস্যা, ঘটে যায় সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মতো ঘটনা। চলমান সমস্যার সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যা

জুড়ে গিয়ে মানুষের অস্থিরতার ভূমি আরও অস্থির হয়ে ওঠে। এমনই এক অস্থির সময়ে সোহারাব হোসেনের সাহিত্যচর্চা।

শুরুটা কবিতা দিয়ে। সোহারাব হোসেন যৌবন বয়সের চিন্তা-চেতনার অনুভবটি কবিতার কায়াতে মূর্ত করে তুলেছিলেন সাহিত্যজীবনের প্রাক্-লগ্নে। যে-কোনো কথাসাহিত্যিকের স্বতন্ত্র জগৎ অন্বেষণ করতে হলে তাঁর জীবনদৃষ্টির সমগ্রটাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই গরজেই সোহারাব হোসেনের কবিতার আঙিনাটিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। "যে মৌলিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কথাসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির শিকড়ে জড়িয়ে থাকা অনুভব, বিশ্বাস, দুঃসাহসিকতা ও শিল্পবোধ থেকেই তাঁর এই কাব্যচর্চা।"[৪] ফলত সোহারাব হোসেনের কবিতার ভুবনটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে 'কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থটির ভূমিকায় কবির বক্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য—"প্রথমাবধিই আমি বিশ্বাস করি একটি কবিতা কোনও একজন মানুষের দ্বিতীয় জীবন, দ্বিতীয় ভুবন। প্রথম জীবনের ঘটনা-আচরণ-কথাবার্তা-দর্শন- ভালো থাকা-মন্দ থাকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কবি শৈল্পিক উড়ানের মাধ্যমে সেই দ্বিতীয় ভুবন রচনা করেন। এ সৃজন যেমন অনেক কষ্টের তেমনি অনেক যত্নের। এ ভুবনের প্রতি তাই অপরিমেয় মায়া থাকে স্রষ্টার। আমারও আছে।"[৫]

যদিও কবিতার ভুবনের প্রতি লেখক তাঁর মায়া বহুলাংশে ত্যাগ করে প্রবেশ করেছিলেন অন্য ভুবনে, তবু আত্মপ্রকাশের মুহূর্তকালীন কবিতাগুলিকে অস্বীকার করতে পারি না আমরা। ছাত্রজীবন থেকেই সোহারাব কবিতা লেখা শুরু করেন এবং পরবর্তী বেশ কিছুটা সময় কবিতাচর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। সেই চর্চার ফসল 'রক্তদেহে অন্যস্বর' (১৯৮৭) ও 'বৃষ্টির নামতা' (১৯৮৮)। পরবর্তীকালে এই দুটি কবিতার বই এবং বেশ কিছু অগ্রন্থিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সোহারাব হোসেন: কবিতা সংগ্রহ' (২০১৩)। 'রক্তদেহে অন্যস্বর' কবিতাগ্রন্থে সোহাবার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবনের বিভিন্ন ধাপগুলিকে বিবর্তনের নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য— মানবজীবনের এই সকল স্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হাজির হয়েছে এই কবিতাগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায়। মাত্রাগত ভিন্নতায় নারীভাবনার স্বরূপটিও ধরা পড়েছে। 'বৃষ্টির নামতা'তে এসেছে সাধারণ মানুষের কথা, কৃষিজীবী মেয়ে-বৌয়ের দৈনন্দিনতার কথা।

লক্ষণীয়, 'কবিতা সংগ্রহের' বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে মিথ-পুরাণ ও ইতিহাস ভাবনা। সেগুলি প্রতীকী-ব্যঞ্জনায় কবিতার কায়ায় রসসিক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যেও কবির এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়নি। মিথ-পুরাণের ব্যবহার সোহারাবের কথাসাহিত্যকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে।

সংবেদনশীল লেখকের লেখনীতে ধরা পড়ে দেশ-কাল-সমাজ। সমকাল রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, ব্যক্তিজীবন সবই স্থান পায় সেখানে। যদি না পায় তাহলে তিনি যথার্থ শিল্পী নন। সে হিসেবে মনে হয় সোহারাবকে আমরা শিল্পী মর্যাদায় ভূষিত করতে পারি। কী কথাসাহিত্য, কী কবিতা— উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর লেখায় যুগযন্ত্রণা বাস্তব রূপ পেয়েছে। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসিতার পাশাপাশি নির্মম যুগবাস্তবতাও স্থান পেয়েছে। তাই কথাসাহিত্যিক সোহারাব হোসেনের প্রকৃত মূল্যায়ন কবি সোহারাবকে বর্জন করে সম্ভব নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সোহারাবের কথাসাহিত্যে সময়ের প্রতিচ্ছবি

সময়ের বুকে হামাগুড়ি দিয়েই একটা মানুষ বড় হয়, জীবনের ইতি টানে। সেই মানুষটি যদি হয় শিল্পী তাহলে 'সেই সময়' তার ইজেলে ছবি হয়ে ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। অন্ততপক্ষে শিল্পীর কাছে এটা প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশা কথাশিল্পী সোহারাব হোসেন পূরণ করেছেন বলেই প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে। তাঁর বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসে নানাভাবে সমকাল ধরা পড়েছে। রাজকাহিনী, যখন নির্বাচন আসন্ন-দুই, রাজদূত রাজদূত, বোমের সন্ততি মহারাজাধিরাজের সন্তানেরা, মুক্তিপণের চব্বিশ ঘন্টা, বোবাযুদ্ধ, বিস্ফোরণের চব্বিশ ঘন্টা, কবির লড়াই প্রভৃতি অসংখ্য গল্প এবং মহারণ, রাজার অসুখ, দহনবেলা, দ্বিতীয় দ্রৌপদী, গাঙ বাঘিনি প্রায় সবকটি উপন্যাসেই কোনো না কোনো ভাবে সময়ের পদধ্বনি শোনা গেছে।

সোহারাব হোসেন উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হয়েছেন। সেখানকার গ্রামীণ রাজনীতি, তৃতীয় বিশ্বের উপর পণ্যায়নের থাবা যৌবন বয়সেই তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। গ্রামে থাকার সুবাদে গ্রামীণ রাজনীতির প্রতিটি গলিঘুঁজি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই রাজনীতি কীভাবে গ্রামের মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনে, সম্পর্কের তন্তুগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে তা এড়িয়ে যায়নি তাঁর দৃষ্টি থেকে। রাজনৈতিক নেতাদের 'নষ্ট শশা' ও 'পচা চাল কুমড়ো'র ছাঁচে তৈরি চরিত্রকে তিনি খুব স্পষ্টভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং গল্প-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সোহারাবের সমকালে মাওবাদী সমস্যা একটা সময় তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তার মূলে পৌঁছানোর প্রয়াস হিসেবে 'দ্বিতীয় দ্রৌপদী' উপন্যাসটির নাম করা যেতে পারে।

বর্তমান সময়ের আর একটি ছবি সাম্প্রদায়িকতা। এখনও আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বা সামাজিক কোনো কারণে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ, এমনকি দাঙ্গা পর্যন্ত ঘটে যেতে দেখি। যার সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগটিও ধরতে পারা যায়। সোহারাব হোসেনের লেখনীতে সেই সাম্প্রদায়িকতার অমোঘ উপস্থিতি লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ছায়া প্রলম্বিত' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এই গল্পের পটভূমি অতীতে ঘটে যাওয়া রামমন্দির ও বাবরি মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।

নারী-পুরুষের যৌন জীবনযাপন, বিকৃত যৌনলালসা, কিংবা ভোগবাদের গ্লানিময় রূপ—এগুলিও সময়ের বুকে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। সেই ছবি আঁকেন কবি-সাহিত্যিক। সোহারাবের লেখনীতে সেই সময়ের ছবি ধরা পড়েছে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। সমসাময়িক ভোগবাদী সভ্যতার গ্লানিময় রূপকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'আয়না যুদ্ধ', 'বায়ুতরঙ্গের বাজনা' প্রভৃতি গল্পে। বিকৃত যৌনলালসার সার্থক ছবি 'রীতার শনিবার' গল্পটি। নর-নারীর মধ্যেকার বিচিত্র যৌন জীবনযাপন রূপ পেয়েছে 'বদলি বসত', 'মহারণ', 'সঙ্গ বিসঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে ও বেশ কিছু ছোটগল্পে।

সব-মিলিয়ে সোহারাব হোসেনের কথাসাহিত্যে সময়ের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে, যা অন্যান্য ভারতীয় মুসলমান লেখকের রচনায় মেলে না। সোহারাব নিজেও বহুস্থলে তাঁর এই সময় সচেতনতার কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন—"সময়-গর্ভে নজরদারি করতে গিয়ে আমার কেবলই মনে হয় আমার সময় পোকালাগা সময়। কতো বিচিত্র সব পোকা—কাম-ক্রোধ-লালসা-দ্বেষযুক্ত প্রবৃত্তির পোকা, সাম্প্রদায়িকতার পোকা, ভোগসর্বস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পোকা, সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী দাপটের পোকা, রাজনীতির ভগবানরূপ ও সুবিধাবাদের পোকা। অ্যাতো সব পোকারা আমার সময় ও সময়-সন্তান মানুষকে ঘিরে ধরেছে। এই পোকা লাগা সময় দ্রুত, অতি দ্রুত, আমাদের চারপাশের সমাজকে ও মানুষকে পালটে দিচ্ছে। পালটে যাচ্ছে আমার বাংলা দেশের মানুষ অনেক ভেতর থেকে।"[৬]

বোঝা যায়, নিত্য পরিবর্তনশীল এই পোকাধরা সমাজের রূপ-চিত্রণে তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী। সেখানে ছবি কতটা স্পষ্ট হতে পেরেছে তা দেখে নেওয়ার পাশাপাশি একজন গবেষকের অন্বিষ্ট মুসলমান কথাকারের ধারায় এক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিচার।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মানুভবে নিজস্ব সমাজ

লেখক যে সমাজের মধ্যে থেকে উঠে আসেন সেই সমাজ থেকে যায় তাঁর আত্মানুভবে। ফলত সেই সমাজ তাঁর লেখনীতে রূপলাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়। নগরকেন্দ্রিকতা অনেক সময় শিকড় থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সোহারাব হোসেনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী স্বাভাবিক ঘটনাই ঘটেছে। লেখক উঠে এসেছেন প্রত্যন্ত গ্রাম-বাংলার পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজ থেকে। কলেজে চাকরী পাওয়ার সুবাদে তাঁকে মাটিয়া ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে বারাসতে। কিন্তু পরিবারের মা-বাবা, বোনের প্রতি দায়দায়িত্ব ও সম্পর্কসূত্র ভোলেননি তিনি, ভোলেননি জন্মস্থানের গ্রামীণ জীবনকে। আত্মানুভবে থাকা গ্রামীণ জীবন তাই খুব সহজেই জায়গা করে নিয়েছে তাঁর লেখায়। সেখানে আমরা এক অচেনা অজানা জগতের সন্ধান পেয়েছি।

সেই সময় যে সকল লেখকদের লেখায় বাঙালি মনের খিদে মেটাচ্ছিল আজও মেটাচ্ছে তাঁরা হলেন—আশাপূর্ণাদেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিমল কর, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, মতি নন্দী, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মুস্তাফা সিরাজ, আফসার আমেদ, আবুল বাশার প্রমুখ। তাঁদের হাতে কথাসাহিত্য প্রভূত বিষয়বৈচিত্র লাভ করেছে। সেখানে সময় যেমন ধরা পড়েছে, পাশাপাশি সমাজচেতনাও স্পষ্ট হয়েছে। জীবনের গভীরতম তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রয়াস দেখা গেছে বহু উপন্যাসে। কিন্তু মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার, আফসার আমেদকে বাদ দিলে বিক্ষিপ্তভাবে উঠে আসা দু'একটি প্রসঙ্গ ছাড়া সেই সমাজের কথা নিয়ে কেউ বিশেষ একটা চিন্তাভাবনা করেননি। পিছিয়ে পড়া এই সমাজের গভীরে দৃষ্টি ফেলার উৎসাহবোধ দেখা যায়নি। কিছুটা অনিচ্ছা, কিছুটা অজ্ঞানতা এর মূল কারণ। সোহারাব হোসেনের উপন্যাসে সেই সমাজটাই ধরা পড়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। যেটা মুস্তাফা সিরাজ বা আফসার আমেদের কথাসাহিত্যেও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

নিজস্ব সমাজ সম্বন্ধে সোহারাবের অনুভবের কথা তাঁর জবানীতেই ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে। যেমন একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানাচ্ছেন—"আমি যে সমাজে জন্মেছি সেই সমাজটা অদ্ভূতভাবে পিছিয়ে থাকা এবং গুটিয়ে থাকা। সেখানে স্কোপ আছে, বিদ্যা আছে, প্রতিভা আছে কিন্তু সেই সমাজ দাঁড়াতে পারছে না। তখন আমার মনে হয়েছিল এই গুটিয়ে থাকা সমাজের 'হৃৎ'

শব্দটিকে তুলে আনতে হবে।"[৭] মুসলমানদের যে এদেশে শিকড় নেই সমাজবক্ষে বয়ে চলা এই দৃষ্টিভঙ্গিও নাড়া দিয়েছিল সোহারাবকে। 'সরম আলির ভুবনে' লেখক সেই শিকড়ের সন্ধান করেছেন।

সমকালীন রাজনীতির ভয়ঙ্কর রূপকে তুলে ধরতে লেখক বেছে নিয়েছেন নিজ সমাজকেই। এককথায় 'মহারণ', 'সরম আলির ভুবন', 'সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে রূপ পেয়েছে তাঁর নিজস্ব সমাজ। 'গাভীন সময়', 'দোজখের ফেরেশতা', 'বোধিলাভ', 'আকাল যাযাবর', 'মাঠ-মিছিলের দুঃখ সুখ', 'মানুষ রতন', 'বোবা যুদ্ধ' ইত্যাদি বহু গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতেও রয়েছে মুসলমান সমাজ। কথাসাহিত্যে এই সমাজ তথা তাঁর নিজস্ব সমাজকে লেখক কীভাবে কতটা বাস্তবতা দান করতে পেরেছেন এবং সেখানে অন্যান্য মুসলমান কথাসাহিত্যিকের তুলনায় তাঁর পার্থক্য কতটা অবশ্যই তা অন্বেষণের অপেক্ষা রাখে। তবে, প্রাসঙ্গিক উল্লেখ প্রয়োজন তিনি কেবল নিজের সমাজের কথাই বলেননি, অন্য সমাজের কথাও এসেছে তাঁর লেখনীতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সোহারাব হোসেনের সৃজনশৈলীর বিশেষত্ব

প্রকাশই সাহিত্য। লেখক তাঁর অনুভবকে প্রকাশ করেন সাহিত্যে। সেই প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক কিংবা প্রবন্ধ। সেক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো কোনো প্রতিভাবান লেখক তাঁর প্রতিভার মায়াবলে স্বতন্ত্র একটি জগৎ নির্মাণ করে ফেলেছেন। সোহারাব হোসেন তাঁদেরই একজন, যিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন একটি ঘরানা তৈরি করেছেন সৃজনশক্তির বিশেষ গুণে। সৃজনশক্তির সেই বিশেষত্বে সময়ের রূপচিত্রণ ও গ্রামীণ মুসলমান সমাজের বাস্তবায়ন ছাড়াও উঠে আসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— যৌনমনস্তত্ত্ব, বাউলদর্শন, মিথ, লোকসংস্কৃতি, ভাষাবয়ন। বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা এগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয়ই এই অধ্যায়ের প্রধান লক্ষ্য।

ক) যৌনমনস্তত্ত্বের পরীক্ষানিরীক্ষা:

সোহারাব হোসেনের বহু গল্প-উপন্যাসে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যৌনতা প্রসঙ্গ, যৌনমনস্তত্ত্বের কথা। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'নাটকের মানুষ', 'নদীর সঙ্গে ডেটিং', 'সুখসন্ধানে যাও', 'গাইড রবিচান্দ ও তার লাল কাঁকড়ারা', 'রীতার শনিবার' ইত্যাদি গল্পের এবং 'সঙ্গ বিসঙ্গ', 'মহারণ', 'বদলি বসত', 'আরশি মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করা যায়। এইসব গল্প-উপন্যাসে লেখক নারী-পুরুষের বহুগামিতার বিচিত্র

প্রবৃত্তি, একগামিতা-বহুগামিতার দ্বন্দ্ব, কখনও উত্তরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। সব বিষয়টাই তিনি ধরতে চেয়েছেন শিল্পের কায়ায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী যৌনতা সেখানে 'লাইফফোর্স' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা দেখে নেবো এক্ষেত্রে সোহারাবের কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা।

খ) বাউলদর্শন:

সোহারাব হোসেনের বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে বাউল দর্শন। বিশেষ করে 'মহারণ' ও 'আরশি মানুষ' উপন্যাসদুটি এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বাউলতত্ত্ব ও দর্শনকে কেন্দ্র করে সোহারাব রচনা করেছেন 'মহারণ'। ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন, "আমার উপন্যাস মহারণের কেন্দ্রীয় থিমটিকে বাউলতত্ত্ব ও সত্য ছাড়া অন্য কিছু করতে পারিনি। ফের তাতেও আশা না মেটায়, মহারণ রচনা শুরুর কুড়ি-একুশ বছর পর, এবছর লিখে ফেলেছি বাউলতত্ত্ব ও বাউল ব্যাকরণের সামগ্রিক রূপ-মহারূপ সর্বস্ব উপন্যাস আরশি মানুষ।"[৮]

অর্থাৎ মনের তীব্র তাগিদ থেকে বাউলতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে 'আরশি মানুষ' উপন্যাসটিও। প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য তাঁর 'সহজ বাউল' গ্রন্থটির কথা, যেখানে তিনি গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাউলতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। লেখক এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে জানিয়েছেন—"শৈশবকাল থেকে এই পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাউলবোধ আমার মর্মে একতারার সুরে-লয়ে বেজে আসছে। 'সহজ বাউল' এই বোধ-তাল সুর-লয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ।"[৯]

'মহারণ', 'আরশি মানুষ' ও 'সহজ বাউল' এই তিনটি গ্রন্থের সূত্র ধরে বোঝা যায় বাউল দর্শন ঠিক কী পরিমাণে সোহারাব হোসেনের নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছিল। ফলত সোহারাবের কথাসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য আলোচনায় আমরা সেই দিকটি বর্জন করতে পারি না।

গ) মিথ-উপকথা-রূপকথার প্রায়োগিক রূপ:

সোহারাব হোসেনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল রূপক প্রতীকের মাধ্যমে আখ্যানবস্তুকে হাজির করা। আর তারই সূত্র ধরে মিথ, উপকথা, রূপকথার বহুল প্রয়োগ ঘটেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি—"আমি মনে করি, আমাদের আধুনিকতা আসবে, আসা উচিত, আমাদেরই ঐতিহ্যের গর্ভ থেকে। সদর্থে ঐতিহ্যের মধ্যেই আধুনিকতার বীজ সন্ধানের জন্যেই ওসব আমি ব্যবহার করি।"[১০] স্বভাবতই মিথ-রূপকথা-উপকথা মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে সোহাবাব হোসেনের কথাসাহিত্য কতটা স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পেরেছে তা বিবেচ্য বিষয়।

ঘ) প্রেক্ষাপট নির্মাণে লোকসংস্কৃতি:

বিষয় যখন গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষের জীবন বা গ্রামীণ মুসলমান সমাজের কথা তখন তার প্রেক্ষাপট নির্মাণে যে লোকসংস্কৃতি অত্যাবশ্যক উপাদান তা বলাই বাহুল্য। সোহাবাব হোসেনের কথাসাহিত্যের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সেই সমাজজীবনের কথা। ফলত অনিবার্যভাবেই তিনি লোকজ উপাদানকে গ্রহণ করেছেন। লোকজীবনের বিভিন্ন জীবিকা, খাদ্যাভাস, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, ব্যবহার্য আসবাবপত্র সবই উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মুখে প্রচলিত বিশিষ্ট ভাষা, প্রবাদ, উপমা, ছড়া, গান। এক্ষেত্রে লেখকের স্বাতন্ত্র্য বিচার আমাদের লক্ষ্য।

ঙ) ভাষাবয়নের কারুকৃতি:

লোকজীবনের সূত্র ধরে সোহারাবের গল্প-উপন্যাসে এসেছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, কথা বলার ধরণ অনেকসময়ই আলাদা আলাদা। সেক্ষেত্রে ভাষাবয়ন সহজ কাজ নয় মোটেও। তাদের মুখে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য, হেয়ালি, ছড়া, প্রবাদ সবটুকু ধরতে না পারলে জীবন্ত প্রতিমূর্তি নির্মাণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সোহারাব গল্প-উপন্যাসের ভাষাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাব্যগন্ধী করে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। লেখকের বক্তব্য—"আসলে গল্প-উপন্যাসের ভাষার মধ্যে কাব্যিক ব্যঞ্জনা-উপমাদি ব্যবহার করতে আমার ভালো লাগে। কাব্যের ভাষা রপ্ত না থাকলে গল্প উপন্যাসের জন্য আলাদা রীতি তৈরি করা যায় না বোধ হয়। তো আমার গল্প-উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে মেশে একটা মিউজিক।"[১১] উভয়ক্ষেত্রে ভাষাবয়নের কারুকৃতিতে সোহারাব বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এবং মুসলমান রচিত কথাসাহিত্যের ধারায় কতটা নতুনত্ব আনতে সক্ষম হয়েছেন তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

উপসংহার

সোহারাব হোসেনের কথাসাহিত্যের জগৎ-- স্বতন্ত্র একটি জগৎ এবং সেই স্বাতন্ত্র্য বহুমাত্রিক। বিশেষত, বর্তমানে সমাজ বিনষ্টির নেপথ্যে রাজনীতির যে নগ্ন ভূমিকা, সোহারাব হোসেনের কথাসাহিত্য ও কবিতা যেন চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয়। সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে বিভেদের যে বিষ রাজনৈতিক ও সামাজিকগতভাবে সমগ্র বাংলায় কখনো কখনো অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করে যে-কোনো সৎ-সাহিত্যিক বা শিল্পী সেই অস্থিরতার বাইরে অবস্থান করেন। সোহারাব হোসেনও সেক্ষেত্রে

ব্যতিক্রম নন। তাঁর সৃজনশৈলী থেকে এক অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃজনের আন্তরিক প্রয়াসের স্থিরতা পরিলক্ষিত। এক্ষেত্রে কবি ও কথাকার সোহারাব হোসেন যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তাই নিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর মুক্তদৃষ্টি ও সমকালচেতনা নিয়েই তাঁকে বিচার করতে হয়। আর বর্তমান প্রেক্ষিতে বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যের স্বার্থে সেই মূল্যায়নে দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। অন্যান্য গবেষকের মতো নিজেকে লক্ষ্যে স্থির রেখে সেই দায়বদ্ধতা পালনের স্বত:স্ফূর্ত প্রয়াস জারি রাখবো।

তথ্যনির্দেশ

১। গাজী ড. আব্দুর রহিম ও আহমেদ ড. তৌসিফ (স:), সোহারাব হোসেন: জীবন ও সাহিত্য, মুখোমুখি: সোহারাব হোসেন ও তৌসিফ আহমেদ; সমকালের জীয়নকাঠি প্রকাশন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা; প্রথম প্রকাশ- ১২ অক্টোবর ২০১৮; পৃ. ৪৬৯।

২। মন্ডল ড. জয়গোপাল (স:), সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা; ধানবাদ, ঝাড়খন্ড, ধানবাদ; Vol: V, Issue : IX 28th Feb 2019; পৃ. ৭।

৩। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পুনর্মুদ্রণ- অক্টোবর ২০১৬; পৃ. ৩৭৯।

৪। ঘোষ অদীপ, সোহারাবের প্রথম ঠিকানা (প্রবন্ধ); দে অমর (স:), গল্পসরণি; কলকাতা; সোহারাব হোসেনের বিশেষ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২৫/২০১৯; পৃ. ১২৯।

৫। হোসেন সোহারাব, কবিতা সংগ্রহ; ছোঁয়া, শেওড়াফুলি, হুগলি; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৩; পৃ. ৯।

৬। হোসেন সোহারাব, আমার সময় আমার গল্প; পুনশ্চ, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ২০০৮; পৃ. ভূমিকাংশ।

৭। গাজী ড. আব্দুর রহিম ও আহমেদ ড. তৌসিফ (স:), সোহারাব হোসেন: জীবন ও সাহিত্য; ওই, পৃ. ৪৬০।

৮। হোসেন সোহারাব, সহজ বাউল; পুনশ্চ, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- ২০১৭; পৃ. মুখকথা।

৯। ওই

১০। গাজী ড. আব্দুর রহিম ও আহমেদ ড. তৌসিফ (স:), সোহারাব হোসেন: জীবন ও সাহিত্য; ওই, পৃ. ৪৬৫।

১১। দে অমর (স:), গল্পসরণি, একান্ত আলাপচারিতায়— ভবানী ঘটক ও এম. আলাউদ্দিন খান; ওই, পৃ. ৪০৭।

গ্রন্থপঞ্জি (BIBLIOGRAPHY)

আকর-গ্রন্থ

১। হোসেন সোহারাব, কবিতা সংগ্রহ; ছোঁয়া, শেওড়াফুলি, হুগলি; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৩।

২। হোসেন সোহারাব, দোজখের ফেরেশতা; রত্নাবলী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬।

৩। হোসেন সোহারাব, বায়ু তরঙ্গের বাজনা; জি. জে. বুক সোসাইটি, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০২।

৪। হোসেন সোহারাব, আয়না যুদ্ধ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০৫।

৫। হোসেন সোহারাব, সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৭।

৬। হোসেন সোহারাব, বোবাযুদ্ধ; অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৭। হোসেন সোহারাব, আমার সময় আমার গল্প; পুনশ্চ, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৮।

৮। হোসেন সোহারাব, সুখ সন্ধানে যাও; লেখা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৯।

৯। হোসেন সোহারাব, শ্রেষ্ঠ গল্প; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০১০।

১০। হোসেন সোহারাব, নির্বাচিত গল্প; নীললোহিত প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০১১।

১১। হোসেন সোহারাব, ভেজা তুলোর নৌকা; অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৭।

১২। হোসেন সোহারাব, মহারণ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৩।

১৩। হোসেন সোহারাব, মাঠ জাদু জানে; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০০৪।

১৪। হোসেন সোহারাব, সরম আলির ভুবন; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৪।

১৫। হোসেন সোহারাব, সহবাস পরবাস; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৭।

১৬। হোসেন সোহারাব, রাজার অসুখ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৮।

১৭। হোসেন সোহারাব, সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৯।

১৮। হোসেন সোহারাব, বদলি বসত; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৯।

১৯। হোসেন সোহারাব, দহনবেলা; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২।

২০। হোসেন সোহারাব, দ্বিতীয় দ্রৌপদী; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১২।

২১। হোসেন সোহারাব, সঙ্গ বিসঙ্গ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০১২।

২২। হোসেন সোহারাব, আরশি মানুষ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১৫।

২৩। হোসেন সোহারাব, সহজ বাউল; পুনশ্চ, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৭।

সহায়ক গ্রন্থ

১। দে অমর (সম্পাদক), গল্পসরণি; কলকাতা; সোহারাব হোসেনের বিশেষ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২৫/২০১৯।

২। গাজী ড. আব্দুর রহিম ও আহমেদ ড. তৌসিফ (স:), সোহারাব হোসেন: জীবন ও সাহিত্য; সমকালের জীয়নকাঠি প্রকাশন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা; প্রথম প্রকাশ- ১২ অক্টোবর ২০১৮।

৩। মন্ডল ড. জয়গোপাল (সম্পাদক), সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা; ধানবাদ, ঝাড়খন্ড, ধানবাদ; Vol: V, Issue : IX 28th Feb 2019।

৪। মুখোপাধ্যায় অরুণ, কালের পুত্তলিকা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬।

৫। মুখোপাধ্যায় অরুণ, কালের প্রতিমা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

৬। ফারুকী-রশীদ-আল, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান; রত্না প্রকাশন, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারী ১৯৮৪।
৭। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; সাহিত্যশ্রী, কলকাতা; তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৭৬।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর **গবেষকের স্বাক্ষর**